SMARTPHONE

স্মার্টফোন

স্মার্টফোন

স্মার্টফোন হলো হাতের মোবাইল কম্পিউটিং যন্ত্র। ফিচার ফোনের সাথে তাদের পার্থক্য হলো, তাদের তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী হার্ডওয়্যার সক্ষমতা এবং বিস্তৃত মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম, যেগুলো মূল সুবিধা যেমন ফোন কল, বা টেক্সট বার্তার সাথে সাথে আরও বেশি সফটওয়্যার, ইন্টারনেট (ওয়েব ব্রাউজিং সহযোগে), এবং মাল্টিমিডিয়া সুবিধা (ক্যামেরা, মোবাইল গেমিং) ইত্যাদি প্রদান করে। স্মার্টফোনে অনেকগুলো সেন্সর রয়েছে এবং তারবিহীন যোগাযোগও সমর্থন করে যন্ত্রগুলো।

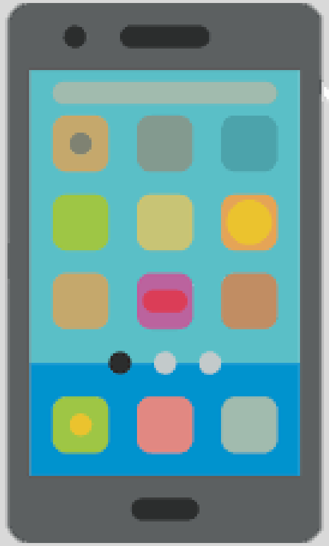

স্মার্টফোন

প্রথমদিকে স্মার্টফোনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিলো এন্টারপ্রাইজ মার্কেট, যেগুলো পার্সোনাল ডিজিটাল এসিসট্যান্টের সুবিধাসমূহ মুঠোফোনে আনতে চাচ্ছিলো।

২০০০ এ, ব্ল্যাকবেরি, নকিয়ার সিম্বিয়ান প্ল্যাটফর্ম, এবং উইন্ডোজ ফোন জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে।

২০০৭ সালে আইফোন মুক্তির পর থেকেই স্মার্টফোনগুলোতে পরিবর্তন আসতে থাকে, যার মধ্যে আছে বড় টাচ সেন্সিটিভ স্ক্রিন, মাল্টি টাচ জেসচার, মোবাইল এপ্লিকেশন ডাউনলোডের সুবিধাসহ আরও অনেককিছু।

২০১২ সালের তৃতীয়ার্ধে জানা যায়, বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। ২০১৩ সালের শুরুর দিকে স্মার্টফোনের এ জনপ্রিয়তায় ফিচার ফোনের বাজার ছোট হতে থাকে।

ইতিহাস

আইবিএম সাইমন ছিল প্রথম স্মার্টফোন।

সিম্বিয়ান

এরিকসন আর৩৮০ ছিল প্রথম স্মার্টফোন যেখানে সিমবিয়ান অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছিল।

আইবিএম সাইমন

এরিকসন আর৩৮০

ইতিহাস

আইফোন

২০০৭ সালে অ্যাপল প্রথম আইফোন বাজারে ছাড়ে।

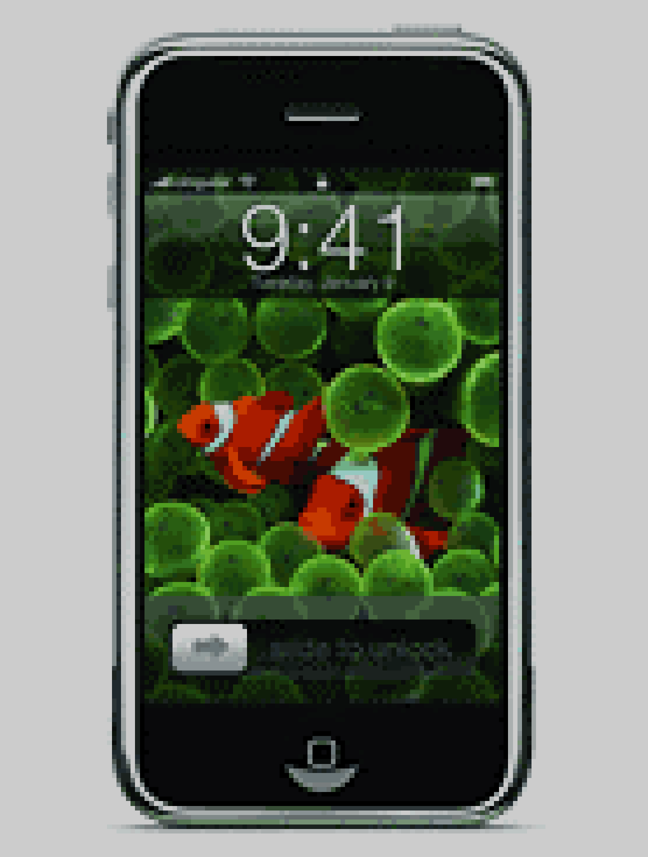

ইতিহাস

অ্যান্ড্রয়েড

অ্যানড্রয়েড (অপারেটিং সিস্টেম) একটি ওপেন সোর্স মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম যা বিভিন্ন মুক্ত সোর্স প্রজেক্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। একজন অ্যানড্রয়েড ডেভেলপার এই প্ল্যাটফর্মের ওপর তৈরি ফোনের সোর্সকোড প্রবেশাধিকার রাখে। সহজ কথায় একজন ডেভেলপার চাইলে ইন্টারফেস নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করে প্ল্যাটফর্মের ভালোমন্দ নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে। গুগলের অ্যানড্রয়েড মুক্ত সোর্স হিসেবে থাকায় বড় বড় কোম্পানিসমূহ (ওপেন হ্যান্ডসেট অ্যালায়েন্স) তাদের হার্ডওয়্যার ডিভাইসে অ্যানড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ফলে গুগলের অ্যানড্রয়েড দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

অ্যানড্রয়েড প্ল্যাটফর্মের সুবিধা

১। প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেভেলপমেন্ট টুল আছে যা বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায় এবং গুগল সামান্য ফি নেয় অ্যান্ড্রয়েডের বাজারে অ্যাপ্লিকেশন বিতরণের জন্য।

২। অ্যানড্রয়েড একটি ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম যা লিনাক্স কার্নেল এবং একাধিক ওপেন সোর্স লাইব্রেরির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। অ্যানড্রয়েড অ্যাপসগুলো অ্যানড্রয়েড ডিভাইসে চালানো যাবে। ডেভেলপাররা বিনামূল্যে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডেভেলপাররা বিনামূল্যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের অ্যাপ্লিকেশন গুগলের অ্যান্ড্রয়েড বাজারে ছাড়তে পারে।

৪। অ্যানড্রয়েড দ্বারা চালিত হার্ডওয়্যার ডিভাইসের (বিভিন্ন ফোন এবং ট্যাবলেট কম্পিউটার) সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। উইন্ডোজ, ম্যাক বা লিনাক্স ব্যবহার করে এই প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন করা যায়।

৫। বর্তমানে প্রচুর টেলিকম কোম্পানি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমনির্ভর মোবাইল ফোন তৈরিতে আগ্রহী হয়েছে

আইওএস

আইওএস (ইংরেজি: iOS) হলো একটি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম, যার উন্নয়নে ও নিয়ন্ত্রণে আছে অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড। এ কোম্পানির বেশিরভাগ যন্ত্রই(ম্যাকবুক ও আইম্যাক ছাড়া) এ অপারেটিং সিস্টেমে চলে। যেমন, আইপড টাচ ৬ষ্ঠ প্রজন্ম (জুলাই ২০১৫), আইপ্যাড ২০১৮, আইপ্যাড মিনি ৪ এবংআইফোন ১০। অ্যানড্রয়েডের পর এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি ব্যবহৃত মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম, যার মার্কেটে অংশ রয়েছে প্রায় ১৮.৯৪%। ২০০৭ সালে প্রথম আইফোনের জন্যে এ অপারেটিং সিস্টেম প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে অ্যাপলের অন্যান্য যন্ত্রেও এর ব্যবহার শুরু করে তারা। উদাহরনস্বরূপ, আইপ্যাড, আইপড টাচে আইওএস এর আলাদা আলাদা সংস্করণ ব্যবহৃত হয়।

২০০৫ সালে যখন স্টিভ জবস আইফোন নির্মানের উদ্যোগ নেন। আইফোনের সাথে অপারেটিং সিস্টেমটি ২০০৭ সালের ৯ জানুয়ারি ম্যাকওয়ার্ল্ড কনফারেন্স এবং এক্সপোতে উপস্থাপন করা হয় এবং অপারেটিং সিস্টেমটি ঐ বছরই জুন মাসে বাজারে ছাড়া হয়।

মোবাইল ফোন ফিচারস

১। অপারেটিং সিস্টেম:

Android

iOS

Microsoft Windows

Fuchsia

Lite OS

Pure OS

বিসিএস এর প্রশ্ন

নিচের কোন স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেমটি ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম?

(ক) IOS

(খ) Windows phone

(গ) Android

(ঘ) Symbian

মোবাইল ফোন ফিচারস

ইন্টারনেটঃ

২জি	৩জি	৪জি

বিসিএস এর প্রশ্ন

মোবাইল কমিউনিকেশনে 4G-এর ক্ষেত্রে 3G এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য কি?

(ক) ভয়েস টেলিফোনি
(খ) ভিডিও কল
(গ) মোবাইল টিভি
(ঘ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা

মোবাইল ফোন ফিচারস

মোবাইল টিভি

২। ডিসপ্লে

৩। ব্যটারি

মিলি এম্পিয়ার আওার mAh

মুলত ব্যাটারির ক্ষমতা বোঝায়

৪। টাচ স্ক্রিন

৫। ক্যামেরা

৬। স্পিকার

বিসিএস এর প্রশ্ন

মোবাইল ফোনের ইনপুট ডিভাইস নয় কোনটি ?

(ক) টাচ স্ক্রিন　　(খ) ক্যামেরা

(গ) কি প্যাড　　(ঘ) পাওয়ার সাপ্লাই

ধন্যবাদ